যুগান্তর

তারিখ ... 28 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১৬ কলাম ... ৩ ...

উচ্চ মাধ্যমিক ইংরেজি প্রথম পত্র

নম্বর বিভাজন চূড়ান্ত : উৎসাহ পাবে কোচিং-গাইড ব্যবসা

যুগান্তর রিপোর্ট

উচ্চ মাধ্যমিকে নতুন প্রবর্তিত ইংরেজি প্রথম পত্রের চূড়ান্ত নম্বর বিভাজনপত্র প্রকাশ করা হয়েছে। এতে 'আনসিন' প্রশ্নের ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়ে নম্বর বিভাজন করা হয়েছে। জাতীয় পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) বৃহস্পতিবার এ নম্বর বিভাজনপত্র প্রকাশ করেছে।

আনসিন প্রশ্নের ওপর গুরুত্ব বেশি দিলে প্রাইভেট-কোচিং এবং নোট-গাইড ব্যবসা রমরমা হয়। তাছাড়া দেশের বিভিন্ন কলেজে এখনও যেসব শিক্ষক আছেন; তাদের অনেকেই দুর্বল। এছাড়া অনেক কলেজে ইংরেজির শিক্ষকও নেই। পাঠ্যবই থেকে বেশি প্রশ্ন না এলে শিক্ষার্থীরাও ক্লাস রুমমুখী হয় না। এসব প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে নম্বর বিভাজনের জন্য মঙ্গলবার এনসিটিবিতেই আয়োজিত এক কর্মশালায় বেশির ভাগ বিশেষজ্ঞ মতামত দিয়েছিলেন। কিন্তু তারপরও আনসিন অংশে বেশি জোর দিয়ে নম্বর বিভাজন করা হয়েছে। এখানেই শেষ নয়, প্রথম পত্রের অনেক প্রশ্নই দ্বিতীয় পত্রেও থাকবে। যেমন— ইনফরমাল লেটারস, প্যারাগ্রাফ ইত্যাদি।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, এনসিটিবিতে কর্মরত দু'জন কর্মকর্তা নিজেদের মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে এ নম্বর বিভাজন করেছেন। এ ক্ষেত্রে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতামত আমলে নেয়া হয়নি।

নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা ৬০ নম্বরে রিডিং টেস্ট (পাঠ পরীক্ষা) এবং ৪০ নম্বরে রাইটিং টেস্ট (লিখিত পরীক্ষা) দেবে। রিডিং টেস্টের মধ্যে রয়েছে, পাঠ থেকে অর্থ বের করা সংক্রান্ত ৫ নম্বরের এমসিকিউ। কমপ্রিহেনশন (ওপেন এনডেড কোশ্চেন্স রিলেটিং টু অ্যানালাইসি, সিনথিসিস অ্যান্ড ইভালুয়েশন) থাকবে ১০ নম্বরের। ইনফরমেশন ট্রান্সফার বা ফ্লু চার্ট থাকবে ১০ নম্বরের। আরও ১০ নম্বর থাকবে সামারাইজিংয়ে। এ ৩৫ নম্বর হবে সিন প্রশ্ন। 'সিন' হচ্ছে, সেসব প্রশ্ন মূল বইয়ের পাঠ থেকে করা হয়। এছাড়া রিডিং টেস্টে থাকছে ক্লোজ টেস্ট উইথ ক্লুস ৫ নম্বর এবং ক্লোজ টেস্ট উইদাউট ক্লুজ ১০ নম্বর। রিঅ্যারেঞ্জিং থাকবে আরও ১০ নম্বরের। এ ২৫ নম্বর হবে আনসিন। 'আনসিন' হচ্ছে যা পাঠ্যবই থেকে আসবে না। পরীক্ষায় প্রশ্নকর্তা নিজে তা তৈরি করবেন। বাকি ৪০ নম্বরের পরীক্ষা হবে রাইটিং টেস্টের ওপর। এসব প্রশ্নই হবে আনসিন।